দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ...11.6.1.83... ...
পৃষ্ঠা... .. ..কলাম... ... ...

039

১২০ জন শিক্ষকের নামে জালিয়াতি করে গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায়

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ঠাকুরগাঁও, ৩০শে মে।—জাল কাগজপত্রের মাধ্যমে বিল করে ঠাকুরগাঁও থানার ৭৪ জন এবং পীরগঞ্জ থানার ৪৬ জন প্রাথমিক শিক্ষককে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, এখানে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৃহ নির্মাণ বাবদ সরকারী ঋণ লাভের জন্য গত ৮ই ডিসেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে আবেদন করেন। এই আবেদনের পর শিক্ষকগণ যাতে তাদের ঋণ মঞ্জুর হয় তার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। আর এ সময়ে কিছু লোক তাদের বোঝান যে ঢাকায় গিয়ে তদবির করলে তারা ঋণের টাকা পাবেন। এর জন্য কিছু টাকা খরচ করতে হবে। এই আশ্বাস পেয়ে শিক্ষকগণ জনৈক হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট আব্বাস আলী, ঠাকুরগাঁ থানা শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারী নূরুল ইসলাম ও পীরগঞ্জ থানা শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারী আবদুস সাত্তারকে ঢাকায় গিয়ে তদবির করতে বলেন।

এরপর ঢাকায় তদবির করা হয় এবং সেখান থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও এজি অফিসের আদেশ সংক্রান্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করে ঠাকুরগাঁ থানা শিক্ষা অফিসার গত ২রা মে ঠাকুরগাঁ সাব-ট্রেজারীতে বিল দাখিল করেন। গত ৪ঠা মে ঠাকুরগাঁ সাব-ট্রেজারী এই বিল পাস করলে শিক্ষকগণ গৃহ নির্মাণ বাবদ ঋণের টাকা লাভ করেন। ৬ থেকে ১২ হাজার টাকা করে মোট ১২০ জন শিক্ষক এই ঋণের টাকা পেয়েছেন।

কিন্তু গত ২২শে মে তারিখে জানা যায় যে এই ঋণের টাকা যে কাগজপত্রের ভিত্তিতে করা হয়েছে সেগুলো জাল। তাই ঠাকুরগাঁ থানা শিক্ষা অফিসার গত ২৫শে মে এক মৌখিক নির্দেশে বলেছেন, গৃহ নির্মাণ বাবদ প্রাপ্ত ঋণের টাকা ২৬ শিক্ষা বিবধ খাতে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে তিন দিনের মধ্যে জমা করতে হবে। এই নির্দেশ পাওয়ার পর শিক্ষকগণ হতভম্ব হয়ে পড়েন। কিছুসংখ্যক শিক্ষক ইতিমধ্যেই টাকা জমা দিতে সক্ষম হলেও অনেক শিক্ষক এখনও টাকা জমা দিতে পারেননি। প্রাপ্ত টাকা অনেকেই খরচ করে ফেলেছেন। ফলে ঋণের টাকা লাভকারী শিক্ষকগণ এখন চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন।

কেমন করে সরকারী আদেশ সংক্রান্ত কাগজপত্র জাল করা হল এবং সেই কাগজপত্রের ভিত্তিতে ট্রেজারী থেকে টাকা তোলা সম্ভব হল সে সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে যে এই কাগজপত্র জাল করার পেছনে এবং তার ভিত্তিতে ট্রেজারী থেকে টাকা তোলার ব্যাপারে একটি সংঘবদ্ধ দলই দায়ী, এবং তাদেরই খপ্পরে পড়ে নিরীহ সরল শিক্ষকগণ এখানে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন।